ধারাবাহিক রচনা

দেবীত্রয়ী

সুব্রতা সেন

এবার শ্রীচৈতন্যলীলাসঙ্গিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জীবনকথা।

নবদ্বীপনিবাসী শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মিথিলা থেকে নবদ্বীপে আসেন। সনাতন মিশ্রকে চৈতন্যভাগবতে দয়াশীল, পরম উদার, বিষ্ণুভক্ত, অতিথিবৎসল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি রাজপণ্ডিত ছিলেন, যথেষ্ট বর্ধিষ্ণু হওয়ায় অনায়াসে বহুলোকের ভরণপোষণ করতেন। তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া।

আট বছরের বালক শ্রীগৌরাঙ্গ যখন তাঁর বাল্যলীলায় সমগ্র নবদ্বীপকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, সেই কালে, ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সনাতন মিশ্রের ঘর আলো করে পরমলাবণ্যময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। লোচনদাসের ভাষায়, ''বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখ বালা সোনা।/ ঝলমল করে যেন তড়িৎপ্রতিমা॥'' কিংবদন্তি এই যে, সদ্যোজাত কন্যার মুখদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট সনাতন মিশ্র এক দৈববাণী শোনেন : ''মিশ্র তুমি চিনতে পারছ না? জগন্নাথগৃহে যেমন নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছে, তোমার গৃহেও লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব হল।'' বিষ্ণুভক্ত সনাতন কন্যার নাম রাখলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া বড়ো হলেন। স্বভাব অত্যন্ত নম্র ও ধীর। স্নেহ, ভালোবাসায় হৃদয়খানি পূর্ণ। রাজপণ্ডিত সনাতনের ঘরে কিছুরই অভাব নেই। আট বছরের কন্যা ইচ্ছামতো দুঃখী ও দরিদ্রদের অন্নবস্ত্র বিলিয়ে আনন্দ পান। ছোটোবেলা থেকেই কন্যার গঙ্গাস্নানে পরমানন্দ। মায়ের সঙ্গে দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান করেন। যেমন তাঁর বিষ্ণুভক্তি, পিতামাতার প্রতি তেমনই অনুরাগ—''শিশু হৈতে দুই-তিন বার গঙ্গাস্নান।/ পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি বহি নাহি জান॥'' (চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, অধ্যায় ১৩)

গঙ্গার ঘাটে গৌরাঙ্গজননী শচী দেবীর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া ও তাঁর মাতার দেখাসাক্ষাৎ হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া নম্রভাবে শচী দেবীকে প্রণাম করেন, শচী দেবীও তাঁকে যোগ্য পতিলাভের আশীর্বাদ করেন, মনে ভাবেন—''এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।'' কিন্তু বাধা তো কম নয়! সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত, ধনী ব্যক্তি। নিমাই আবার পিতৃহীন, গরিবের ছেলে, দুঃখিনীর পুত্রকে সনাতন কেন কন্যাদান করবেন? ওদিকে কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠছে, সনাতন ও গৃহিণী নিমাই ছাড়া আর সুপাত্র খুঁজেই পাচ্ছেন না। পালটা ঘর। বৈদিক ব্রাহ্মণের সংখ্যা তো নবদ্বীপে বেশি নয়! সনাতন ঠিক করলেন, গঙ্গাস্নানের সময় তাঁর গৃহিণী শচী দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করবেন। নিমাই মাতৃভক্ত, মায়ের সম্মতি হলে সে অমত করবে না।

এদিকে শচী দেবী আর স্থির থাকতে না পেরে কাশীনাথ ঘটককে দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠালেন। বলা বাহুল্য, মিশ্রদম্পতির আর আনন্দের অবধি রইল না। লক্ষণীয়, শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স তখন মাত্র কুড়ি। তিনি যে সাধারণ মানুষ নন, স্বয়ং নারায়ণ,

এটি বিষ্ণুভক্ত সনাতন বুঝতে পেরে আনন্দে অধীর হয়ে বলেছিলেন—

''মোর ভাগ্য সমভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব॥''

(চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড)

শুভবিবাহের দিন ঠিক করতে সনাতন গণক ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন। পথে তাঁর সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা। তিনি ছাত্রদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলেছেন। গণক মহানন্দে নিমাইকে বলছেন, ''পণ্ডিত, তোমার বিবাহের দিন স্থির করতে চলেছি। সনাতন মিশ্রের কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে, এ বড়োই সুখের কথা।'' শুনে নিমাই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন—কার বিবাহ? কে কন্যা, কে বর—আমি তো কিছুই জানি না!—''এ বোল শুনিঞা তোহা কহিল উত্তর।/ কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর॥'' (তদেব)

খবর শুনে সনাতন মিশ্রের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। পরিবারে ও স্বজনমণ্ডলীতে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এল। ভগবদ্‌ভক্ত সুখে দুঃখে ভগবান ছাড়া তো আর কাউকে জানেন না! চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে মিশ্রদম্পতি এই সংকটে শ্রীবিষ্ণুচরণেই শরণ নিলেন।

তাঁর রহস্যই এই মহাবিড়ম্বনার কারণ—তা জানতে পেরে নিমাই তাঁর একজন প্রিয় বয়স্যকে দিয়ে বলে পাঠালেন, এ-বিবাহে তাঁর অমত নেই। মা যে-সম্বন্ধ স্থির করেছেন তার অন্যথা করার প্রশ্নই ওঠে না। (তদেব) এরপর শুভদিনে, শুভলগ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ স্থির হল। এ-বিবাহে সারা নবদ্বীপের লোক একেবারে আনন্দে মেতে উঠল। জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান বিবাহের কথা শুনেই সমগ্র ব্যয়ভার বহন করতে আগ্রহী হলেন এবং তাঁর ধনী বন্ধু মুকুন্দ সঞ্জয়ও এই শুভকাজের অংশীদার হতে চাইলেন। দুজনে পরামর্শ করলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো নিমাইয়ের বিবাহ হবে না, রাজপুত্রের মতো তাঁর বিবাহ হবে—''বুদ্ধিমন্ত খান বোলে শুন সর্ব ভাই।/ বামনিঞা মত এ বিবাহে কিছু নাই॥/ এ বিবাহে পণ্ডিতেরে করাইব হেন।/ রাজকুমারের মত লোক দেখে যেন॥'' (চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, অধ্যায় ১৩)

বিবাহের পর বাসরঘরে যাবার সময় অন্যমনস্কতাবশত বিষ্ণুপ্রিয়া হোঁচট খান, তাঁর ডান পায়ে রক্তপাত ও যন্ত্রণা হয়। অমঙ্গলের আশঙ্কায় শ্রীমতী শঙ্কিত হলে নিমাই নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তাঁর আঙুল চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করেন। (বিষ্ণুপ্রিয়াচরিত)

বিবাহের অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ উপস্থিত সকলকে প্রেমানন্দে একেবারে ভরপুর করে দিলেন। অবশেষে সনাতন, মহামায়া ও স্বজনবর্গের আশীর্বাদ নিয়ে মিশ্রভবন অন্ধকার করে বরবধূ চতুর্দোলায় আরোহণ করলেন। নদীয়ার পথে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি দর্শন করে নদীয়াবাসীর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্বতী কিংবা সীতারামের যুগলমূর্তির উদ্দীপনা হতে লাগল। সকলে বলাবলি করতে লাগলেন, সনাতন মিশ্রের বিষ্ণুভক্তি আর তাঁর গৃহিণীর বিষ্ণুসেবা এতদিনে ফলবতী হল। কন্যারও বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সার্থক হল।

শচী দেবীর গৃহ উৎসবমুখরিত। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন হল। শচী দেবী নববধূকে কোলে করলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে সর্বসমক্ষে নৃত্য করতে লাগলেন। (চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড)

সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে নট, ভাট, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রজনদের বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট করলেন। বুদ্ধিমন্ত খানকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করলেন। বৃন্দাবন দাসের ভাষায়—''কি আনন্দ হইল সে অকথ্যকথন।/ সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥'' (চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, অধ্যায় ১৩)

বিবাহের পর শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে অধ্যাপক হিসেবে এত সুনাম খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে। এর মধ্যে কেশব কাশ্মীরী নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে এসে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত হওয়ায় তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তুঙ্গে উঠল।

একবছরের উপর নিমাইয়ের বিবাহ হয়েছে। শচী দেবী পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে পরমানন্দে সংসার করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিরুপম রূপমাধুরী, সুললিত কণ্ঠস্বর, বিনম্র লজ্জাশীলতা সহজেই প্রতিবেশিনীদের মনোহরণ করেছে। নিমাইচন্দ্রের 'অধ্যয়ন বিনা আর নাহি অন্য কাজ'। সারাদিন ও রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত

তিনি অধ্যাপনা করেন। সন্ধ্যাবেলা গঙ্গাতীরে বসে শাস্ত্র আলোচনা করেন। বহু মানুষ সমবেত হয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে পরিতৃপ্ত হয়। দুপুরে আহারের সময় নিমাই গৃহে আসেন। শচী দেবী সযত্নে রান্না করে তাঁকে খাওয়ান। মাতা-পুত্রে নানা কথা হয়। অন্তরালবর্তিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তা শুনেই পরিতৃপ্ত হন। একদিন নিমাই আহারের সময় মাকে বললেন, তিনি পিতৃকৃত্য করতে গয়া যাবেন। দূরের পথ, দীর্ঘদিন সময় লাগবে। মায়ের চোখে জল এল। এ-কাজে তো বাধা দেওয়া যায় না, কিন্তু যেতে দিতেও যে মন চায় না! শচী দেবী বললেন, ''বাবা, তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি। তুমি না থাকলে আমার ঘর অন্ধকার।''—''পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি।/ আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি॥'' (চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড)

''গয়া যদি যাবেই তাহলে আমার নামেও একটি পিণ্ড দিয়ে এস।''—''গয়া যদি যাবে বাপ শুনরে নিমাই।/ মোর নামে এক পিণ্ড দিসরে তথাই॥'' (বিষ্ণুপ্রিয়াচরিত) অন্তরাল থেকে শ্রীগৌরাঙ্গের গয়া যাবার কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় বিদীর্ণ হল। একবার ভাবছেন, বলবেন, যাতে তিনি না যান, আবার ভাবছেন, তা কী করে হয়? মা যেখানে কিছু বলতে পারলেন না সেখানে তিনি কী করে বলবেন?

গয়া যাবার আগে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিভৃতে ডেকে বললেন, ''আমি পিতৃকার্য করবার জন্য গয়াধামে যাচ্ছি। এই শীতের মধ্যেই ফিরব। তুমি সর্বদা মার কাছে কাছে থাকবে ও তাঁর সেবা করবে।''

বিষ্ণুপ্রিয়া কোনও কথা বলতে পারলেন না। অবনতমুখীর দুটি চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগল। তা দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যথিত হলেন, সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''তোমাকে ছেড়ে আমি বেশিদিন বিদেশে থাকতে পারব না, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। তুমি ধৈর্য ধরে মার সেবা করো।'' (বিষ্ণুপ্রিয়াচরিত)

এই প্রথম বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিবিরহযন্ত্রণা দুঃসহ হয়েছিল। তিনি সর্বক্ষণ গৃহদেবতার কাছে করজোড়ে স্বামীর সুস্থশরীরে শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের জন্য গভীরভাবে প্রার্থনা জানাতে থাকলেন। বধূ ও শ্বশ্রূ একপ্রাণ হয়ে দেবসেবা, অতিথিসৎকার প্রভৃতি গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন করে উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের পথ চেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

পিতৃকার্য সম্পন্ন করে নিমাই যখন অবশেষে গৃহদ্বারে এসে 'মা' বলে ডাকলেন, তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না। নিমাই মায়ের পদধূলি নিলেন আর মা? ''পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে।/ হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়নে॥'' (চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড) বিষ্ণুপ্রিয়া যেন আনন্দসাগরে ভাসলেন—''বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়ামাঝে আনন্দ হিল্লোল/ ধরিতে না পারে অঙ্গ-সুখে নাহি ওর॥'' (তদেব) স্বজন, পরিজন, প্রতিবেশী, ছাত্র, শিষ্য সকলেই নবদ্বীপচন্দ্রের দর্শনে উল্লাসে বিভোর হলেন।

কারুরই কিন্তু নজর এড়াল না যে গয়া থেকে ফিরে নিমাইয়ের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। মায়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে দু-একটি কথা বললেন। মুখে সেই হাসি নেই, হৃদয়ের স্ফূর্তি, দেহের প্রাণপ্রাচুর্য যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে! মা ভাবলেন, দীর্ঘ পথশ্রমে নিমাই ক্লান্ত। তাই তাড়াতাড়ি স্নানাহারের বন্দোবস্ত করলেন। আহারের পর গুটিকয়েক কৃষ্ণভক্তকে নিয়ে নিমাই গয়াধামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে বসলেন। অন্তরঙ্গেরা দেখলেন, ''কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর।/... মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে॥/ পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর।/ স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর॥'' (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, অধ্যায় ১)

কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর হৃদয় উন্মত্ত হয়েছে। ভাবে, প্রেমে 'টলমল তনু হুঙ্কার গর্জন'। বিষ্ণুপ্রিয়া বিস্ময়ে বেদনায় হতবাক! ভাবেন—এ কেমন প্রেমোন্মত্ত ভাব! তীর্থদর্শন তো অনেকেই করেন, কারও তো এমন হয় না! শচী দেবীর কিছুই ভালো লাগছে না, কেবল ভাবছেন—এ কী হল? নিমাইয়ের চোখের জল মাকে স্থির থাকতে দেয় না, আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলেন—''কি লাগি কান্দহ বাপ! দুঃখ তোমার কিসে?'' নিমাই কোনও উত্তর দেন না, কেবল আকুল হয়ে রোদন করতে থাকেন। বালিকাবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কী করবেন ভেবেই পান না। শেষে মাকে বলেই ফেললেন, ''মা গো, এঁর কোনও ব্যারাম হয়েছে। কবিরাজ ডেকে ওষুধের ব্যবস্থা করুন।'' শচী দেবীর

প্রাণটা যেন ফেটে গেল। তাড়াতাড়ি বধূকে আদর করে বললেন, ''মা, কিছু ভেবো না। বাছাকে নারায়ণ ভালো করে দেবেন। তুমি ভালো করে পূজার আয়োজন করো। পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন করবেন।''

পূজা শুরু হল। নিমাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, কেবল অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হচ্ছে। পূজান্তে শচী দেবী প্রার্থনা করছেন—''ঠাকুর, নিমাইয়ের রোগ-বালাই দূর করো, তার মনটি ভালো করে দাও।'' বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুলভাবে বলছেন, ''আমার পতিকে আবার আগের মতো করে দাও।'' আর শ্রীগৌরাঙ্গ মনে মনে বলছেন, ''হে দীনবন্ধু, এই দাসকে একবার দর্শন দাও, তোমার বিরহযন্ত্রণা যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না প্রভু!''

দিনের পর দিন যায়। নিমাইয়ের প্রেমবিহ্বলতা বেড়েই চলে। সংসার সম্বন্ধে বৈরাগ্য ও বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারেন না—''নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।/ মহাবিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥'' (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, অধ্যায় ১) আবার, ''ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।'' (তদেব, অধ্যায় ২) অসহায় শচী মনের খেদে কেবলই বলেন—''গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল/ সেই হইতে নিমাই আমার পাগল হইল।''

কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে বিহ্বল, আত্মহারা নিমাই আর ছাত্রদের পড়াতে পারেন না। এত সাধের অধ্যাপনায় আর রস লাগে না। সর্বদাই দেখেন, 'কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।' (চৈতন্যভাগবত, অধ্যায় ১) কেবল ক্রন্দন আর কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক আবৃত্তি; কখনও চিৎকার, হুংকার, কখনও বিরহযন্ত্রণায় মূর্ছা। রাতে নিদ্রা নেই, উৎকণ্ঠারও শেষ নেই। (তদেব)

একদিন ভোরে উঠে নিমাই গঙ্গাস্নানে গেলেন। তারপর আহ্নিক, পূজা সমাধা করে ভোজনে বসলেন। আজ তাঁর মনটি একটু ভালো মনে হল, তাই ''মায়ে বোলে আজি বাপ্ কি পুঁথি পড়িলা/ কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥'' (তদেব) শ্রীগৌরাঙ্গ জননী ও পত্নীর বেদনার উপশম ঘটানোর জন্য আজ তাদের কৃষ্ণকথা শোনাতে চাইলেন। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ''প্রভু বোলে আজ পড়িলাম কৃষ্ণনাম।/ সত্য কৃষ্ণ-চরণ কমল গুণধাম॥/ সত্য কৃষ্ণ নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন।/ সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যেই জন॥/ সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।/ অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥'' (তদেব)

জননী দেবহূতিকে যেমন কপিলদেব, মহাপ্রজাবতীকে যেমন তথাগত, তেমনই গৌরাঙ্গ মাকে ভক্তিতত্ত্ব শোনাতে লাগলেন। অন্তরালে থেকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই পরম উপদেশ শুনে চরিতার্থ হলেন। হরিভক্তির আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত কণ্ঠে নিমাই বলছেন, ''চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।/ বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে॥''

শ্রীকৃষ্ণকথামৃত শ্রবণে পরিতৃপ্ত জননী পুত্রকে বলছেন : ''যথা তথা যাও তুমি পাও যেবা ধন।/ আনিঞা আমার ঠাঞি কর সমর্পণ॥/ গয়াতে পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।/ দেবতা-দুর্লভ বস্তু অমূল্য রতন॥/ আমা প্রতি কভো যদি দয়া থাকে চিতে/ দেহ কৃষ্ণ প্রেমধন ডরাউ চাহিতে॥'' (চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড)

আচম্বিতে মায়ের মনে দুর্লভ প্রেমভক্তির সঞ্চার হল। তার ফলে মায়ের ''পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর/ নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর।/ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয়ে-উল্লাস॥''

নেপথ্য থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া অনুপম কৃষ্ণকথা শুনে ও প্রভুর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে দিব্যপ্রভা দর্শন করে ভাবছেন—ইনি কি মানুষ? এই অনুপম দেহকান্তি, অনবদ্য বচনবিন্যাস তো মানুষে সম্ভব হয় না! (বিষ্ণুপ্রিয়াচরিত) প্রেমধর্মের এই শিক্ষায় শ্রীগৌরাঙ্গের জননী ও গৃহিণীর চিত্তভূমি অনেকটা প্রস্তুত হল—মনের খেদ রইল না।

একদিন দ্বিপ্রহরে ভোজনের সময় বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করছেন, মা কাছে বসে নিমাইকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর প্রসন্নবদন দেখে মা গতরাত্রের এক স্বপ্নের কথা বলছেন : ''দেখলাম তুমি আর নিত্যানন্দ পাঁচ বছরের শিশু হয়ে খেলে বেড়াচ্ছ। গোঁসাইয়ের ঘরে ঢুকে কৃষ্ণ আর বলরামকে নিয়ে বাইরে এলে। এসেই আমার সামনে ঝগড়া মারামারি।'' মাতা আরও দেখলেন কৃষ্ণ, রাম বলছেন : ''এ-বাড়ি, এ-ঘর সব আমা দোঁহাকার।/ এ সন্দেশ, এ দধি, দুগ্ধ, যত

উপহার।" নিত্যানন্দ জবাব দিলেন : ''সেদিন আর নেই। সে কাল গেল বঞা।/ যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়া।" (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, অধ্যায় ৮) তারপর ক্ষুধার্ত নিত্যানন্দ শচীমাতাকে মা বলে ডেকে খেতে চাইলেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত নিমাইকে বলে শচীমাতা এর মানে জিজ্ঞাসা করলেন। রঙ্গপ্রিয় নিমাই বললেন, ''মা, বেশ ভালো স্বপ্ন দেখেছ। তোমার ঘরের ঠাকুর খুব জাগ্রত। আমি অনেকবার দেখেছি, ঠাকুরঘরের নৈবেদ্যসামগ্রীর অর্ধেক থাকে না। তোমার বধূর উপর আমার সন্দেহ হত। তা এখন দেখছি তোমার ঠাকুরই নৈবেদ্য খান। কী অদ্ভুত কথা!" মা তো অবাক! আর বিষ্ণুপ্রিয়া?—''হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।/ অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে॥" (তদেব)

নিত্যানন্দ মায়ের কাছে অন্ন চেয়েছেন সুতরাং নিমাই নিজে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমাই, নিতাই খেতে বসেছেন। শচীমাতার দর্শন হল, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ দুটি মনোহর শিশু—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী এবং হল-মুষলধারী, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভলাঞ্ছিত, মকরকুণ্ডলশোভিত। আবার নিমাইয়ের হৃদয়ে বধূমাতাকে দেখলেন নারায়ণবক্ষে লক্ষ্মীরূপে। এই অপরূপ রূপ দর্শনে শচীমাতা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা মাতার দেহে দেখা দিল কম্প ও পুলক, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ও অবিরল ধারায় অশ্রু। নিমাইয়ের স্পর্শে তাঁর হুঁশ হল। ''না বলয়ে কিছু আই গৃহমধ্যে কান্দে।/ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প স্বেদ সর্ব গায়।/ প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা কিছু নাহি ভায়॥" (তদেব)

শচী দেবী পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে হরিষে বিষাদে সংসার করছেন। নিমাই যখন স্বাভাবিকভাবে মাতা ও পত্নীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, হাস্য-পরিহাস করেন তখন তাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না, আবার যখন 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে রোদন করেন তখন তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গভীর বিষাদে মগ্ন হন।

রাত্রিই ভগবদ্ভজনের প্রকৃত সময়। সেই সময়টুকু নষ্ট না করে শ্রীবাস অঙ্গনে সপার্ষদ গৌরাঙ্গ সংকীর্তনে অতিবাহিত করেন। গৃহে মাতা ও বধূ বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। মা চান, নিমাই নিজগৃহেই কীর্তন করুন তাহলে তাঁরাও সেই আনন্দের অংশ নিতে পারবেন। মাঝে মাঝে তাই মিশ্রভবনে কীর্তনের আয়োজন হয়। মাতা, পত্নীরও ভগবদ্ভজনে রাত্রি কাটে। (তদেব)

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বললেন, ''আজ রাত্রে (তাঁর মেসোমশাই ও অভিভাবক) চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে কৃষ্ণযাত্রা হবে। তোমরা দেখতে যাবে। আমরা সবাই যাত্রা করব। কী সাজব বলব না, তবে তুমি আমাকে চিনতেই পারবে না।" প্রিয়াজী বললেন, ''তুমি যা লম্বা, বহু লোকের ভিড়েও তোমাকে ঠিক চেনা যায়।" মুচকি হেসে শ্রীগৌরাঙ্গ যাত্রার আয়োজন করতে বেরিয়ে গেলেন। এই যাত্রায় শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মী দেবীরূপে নৃত্য করলেন ও জগজ্জননীত্ব প্রকট করে ভক্তদের পরমানন্দ দান করলেন। (তদেব)

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনের ভাব আর লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। কৃষ্ণবিরহ আর সহ্য করতে না পেরে ঠিক করলেন শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী বৃন্দাবনধাম দর্শনে যাবেন—''নারিল নারিল এথা রহিবারে আমি/ দেখিবারে যাব শ্রীল বৃন্দাবনভূমি॥" 'হা কৃষ্ণ' বলে তিনি কেবলই ক্রন্দন করেন। অসহ্য বিরহযন্ত্রণায় খেদে দুঃখে উপবীত ছিঁড়ে ফেলেন। অবস্থা দেখে ভক্ত মুরারি গুপ্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলছেন, ''প্রভু তোমার অসাধ্য কী আছে? তবু এখন যদি তুমি শ্রীবৃন্দাবনে চলে যাও, ভক্তরা কাণ্ডারীর অভাবে আবার সংসার-রৌরবে প্রবেশ করবে। এত পরিশ্রম করে যা করেছ তা সবই নষ্ট হবে—একথা নিশ্চিত।" (চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড)

মুরারির অকাট্য যুক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর বৃন্দাবনযাত্রা স্থগিত রইল। ভক্তদের তাঁর সঙ্গসুখ আরও কিছুদিন অনুভব করার অবকাশ মিলল, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁকে কাছে পেলেন—

''তবে আর কথো দিন গেলত' কৌতুকে।
নয়ান ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে॥
জননীর হৃদয়, নয়ন স্নিগ্ধ করে।
বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥" (তদেব)

এইসময় নবদ্বীপে কেশবভারতী নামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। প্রথম দর্শনেই শ্রীগৌরাঙ্গের

বৈরাগ্য ও প্রেমোন্মত্ততা একেবারে উথলে উঠল, তিনি বলছেন—''তোমার মতো বেশ আমি কবে সে ধরিব।/ কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশে দেশে যাব॥'' (বিষ্ণুপ্রিয়াচরিত) আর কেশবভারতী তাঁর অনির্বচনীয় ভাবরূপ দেখে মুগ্ধ—''কেশবভারতী গোসাঞি কহিল বচন/ তুমি শুক, প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন॥'' (চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড) এই কথা শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ বালকের মতো ক্রন্দন করতে লাগলেন। সন্ন্যাসিবরের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবতাৎপর্য ধরা পড়তে সময় লাগল না—বিস্মিত ভারতী আনন্দে বলে উঠলেন—''তুমি প্রভু ভগবান জানিল নিশ্চয়/ সর্বলোকপ্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥'' (তদেব) বিনম্র গৌরাঙ্গ উত্তর দিলেন, ''তোর কৃষ্ণে অনুরাগ অতি বড় হয়।/ তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥'' (তদেব)

সন্ন্যাসীকে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিজগৃহে ভিক্ষা করালেন। দ্বিপ্রহরে প্রসাদগ্রহণের পরে দীর্ঘকাল ধরে নিমাই নিভৃতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মায়ের উৎকণ্ঠার আর শেষ নেই। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের কথা তাঁর বারবার মনে হচ্ছে আর ভাবছেন, নিমাইও কি তার দাদার মতো সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে?

শেষে আর থাকতে না পেরে চন্দ্রশেখর আচার্যের পত্নী, তাঁর ভগিনীকে খবর পাঠিয়ে এনে এই বিষম আশঙ্কার কথা জানালেন। বোনের পরামর্শমতো তার সামনে মা সরাসরি নিমাইকে বললেন, ''তুমি যদি ঠিক জবাব দাও তাহলে আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।'' নিমাই উত্তর দিলেন, ''আমি তো তোমার কাছে কখনও কিছু গোপন করিনি, তাহলে একথা বলছ কেন?'' মা প্রশ্ন করলেন : ''তুমি নির্জনে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এত কথা বলছিলে, তুমিও কি বিশ্বরূপের মতো আমাকে ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?''

নিমাই মহা সমস্যায় পড়লেন, অবনতমুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন, ''মা, আমি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলছিলাম। তিনি একজন কৃষ্ণভক্ত, তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি তো জান, আমি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তপ্রায় হয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দিয়ে যা করাবেন তাই আমাকে করতে হবে, যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমাকে যেতে হবে। তবে তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কোথাও যাব না।'' (বিষ্ণুপ্রিয়াচরিত)

কৃষ্ণপ্রেমাকুল নিমাই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হলেন। নিত্যানন্দকে বললেন, ''তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।/ গারিহস্ত সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়॥/... জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে/ ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥'' (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড)

গৌরাঙ্গের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দেরও হৃদয় দ্রবীভূত হল। তিনি বললেন, ''তুমি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র প্রভু, বিধিনিষেধের অতীত, তোমাকে কে বারণ করবে? তবে আমার অনুরোধ, তোমার মনের ভাব ভক্তদের কাছে প্রকাশ করে তারপর যা ইচ্ছা তাই কোরো।''

নিমাই অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিতাইকে আলিঙ্গন দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভক্তদের কাছে চললেন। একে একে মুকুন্দ, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, হরিদাস প্রমুখ সকলের কাছে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের কথা ব্যক্ত করলেন। বলা বাহুল্য, সংবাদটি শুনে সকলেই মর্মবেদনায় হাহাকার করতে লাগলেন। শ্রীবাস বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাতর মুখখানি দেখে নিমাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''প্রেম উপার্জনে আমি যাব দেশান্তর।/ তো সভারে আনি দিব—শুন দ্বিজবর॥/ সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূরদেশ/ ধন-উপার্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥/ আনিঞা বান্ধবগণে করয়ে পোষণ।/ আমিও ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥'' (চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড) অদম্য হৃদয়াবেগে আপ্লুত শ্রীবাস বলে উঠলেন, ''যারা তোমার বিরহ সহ্য করে বেঁচে থাকবে তাদের প্রেমধন দিয়ো। আমার শ্রাদ্ধ-তর্পণ বরং কোরো।'' (তদেব) মুরারি বললেন, ''পরমযত্নে যে-ভক্তিবৃক্ষ তুমি রোপণ করে প্রেমবারিসিঞ্চনে বাড়িয়ে তুলেছ, আজ তার মূলেই কুঠারাঘাত করতে চলেছ!'' (তদেব)

কৃষ্ণবিরহের প্রবল দহনে জর্জরিতকলেবর শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যথাতুর চিত্তে ভক্তদের বললেন, ''আমার বিচ্ছেদভয়ে তোমরা কাতর।/ মোর কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল কলেবর॥/ আত্মসুখলাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।/

কেমন পিরিতি করু মোরে তোরা লোক॥/ ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।/ যথা গেলে পাঙ্ প্রাণনাথের উদ্দেশে॥" (তদেব) এই কথা বলে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে পড়ে প্রবলভাবে রোদন করতে লাগলেন। ভক্তেরা উপলব্ধি করলেন—প্রভুর তীব্র বৈরাগ্য! এইভাবে তাঁর প্রতিকূলতা করা সমীচীন নয়। তাঁরা নীরব হলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁদের বললেন, ''তোমাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব? তোমরা আমার জন্ম জন্ম সহচর। তোমাদের সঙ্গে আমি সর্বদাই কীর্তনানন্দে মত্ত থাকব।"—''এইমত আছে আর দুই অবতার।/ কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইবে আমার॥/ তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।/ কীর্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥" (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, অধ্যায় ২৬)

ভক্তদের প্রবোধ দিয়ে ও আলিঙ্গন করে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘরে ফিরলেন। শচী দেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এ-প্রসঙ্গের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না। কিন্তু কথা কানে হাঁটে। ভক্তেরা না জানান, তবুও কীভাবে কথাটি শচী দেবীর কানে উঠল। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন পিতৃগৃহে। তিনিও শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। গৃহে ফিরে এলেন, দেখলেন, শ্বশ্রূমাতা কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দুজনের অশ্রুজলে না বলা সবই ব্যক্ত হল।

সেদিন দুপুরে নিমাই প্রসাদ পেতে বসেছেন। মা বসে খাওয়াচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করছেন। স্থির থাকতে না পেরে চোখের জলে ভেসে শচীমাতা নিমাইকে বললেন, ''তুমিও নাকি তোমার দাদার মতো এই দুখিনী মাকে ছেড়ে যাবে?"—''ধর্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার।/ জননী ছাড়িয়া কোন ধর্ম বা বিচার॥/ তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা।/ কেমনে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা॥" (তদেব) ''সভারে মারিয়া তোর সন্ন্যাসকরণ।/ আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া॥/ মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া।" (চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড)

এতক্ষণ নিমাই শান্তভাবে মায়ের কথা শুনছিলেন। এখন তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতি ফুটে উঠেছে। মধুরবচনে মাকে বলছেন, ''কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ।/ মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥/ কি নারী পুরুষ আর কেবা কার পতি।/ শ্রীকৃষ্ণচরণবহি অন্য নাহি গতি॥... পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব/ শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে হইত কত লাভ॥... আমার নিস্তার আর তোর পরিত্রাণ/ শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ ছাড় পুত্রজ্ঞান॥" (তদেব) অন্যের পুত্রেরা বিদেশ থেকে ধন উপার্জন করে আনে, কিন্তু সে-ধন তো থাকে না। আমি তোমাকে এনে দেব কৃষ্ণপ্রেমধন—''আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।/ সকলসম্পদময় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥" নিমাই কৃষ্ণপ্রেমকথা বলেই যাচ্ছেন, জননী অপার বিস্ময়ে সেই লোকোত্তর পুরুষের বদনমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। নিমাই মায়ের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে পুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধি দিয়েছেন। মা দেখছেন—পীতাম্বর, মুরলীধর ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর গোপীজনপরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শচীর মনে হল—''জগদ্দুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।/ কারু বশ নহে—মোর শক্ত্যে কি বা হয়॥/ এই অনুমানি শচী কহিলা বচন।/ স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন॥/ মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশে।/ এখনে আপন সুখে করগে সন্ন্যাসে॥" (তদেব)

শ্রীগৌরাঙ্গ মাকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর বিনা অনুমতিতে কোনও কাজ করবেন না। নিজ ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে তবে মায়ের অনুমতি নিতে পারলেন।

একটু পরেই মাধুর্যভাবের প্রেরণায় শচীর সংবিৎ ফিরল। আর্তকণ্ঠে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মায়ের ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে নিমাই তাঁর কাছে এসে বলছেন, ''মা কেঁদো না। যখনই তুমি অনুরাগের সঙ্গে আমাকে দেখতে চাইবে তখনই তুমি আমার দর্শন পাবে"—''যেদিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে।/ সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে॥" (তদেব) আমি এখনও কিছুদিন সংসারে থাকব।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়ার পালা। রাত্রিকালে শয়নমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্রাম করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে বিভূষিতা হয়ে ফুলের মালা, চন্দন ও পানের বাটা হাতে ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বামীকে এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে তিনি ইদানীংকালে দেখেননি। সপ্রেম নয়নে প্রিয়াজী তাঁকে দেখতে লাগলেন। মনে

তাঁর শান্তি নেই, লোকমুখে শুনেছেন স্বামী গৃহত্যাগ করবেন। আজ পতির পদসেবা করতে তাঁর খুব ইচ্ছা হল। ''হৃদয় উপরে থুঞা বান্ধে ভুজলতা দিয়া প্রিয় প্রাণনাথের চরণ।'' (তদেব) দেবীর নয়নদুটি দিয়ে কেবলই অশ্রু ঝরছে। কয়েক ফোঁটা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়ামাত্র তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। শশব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন, পরম আদরে পত্নীর চোখের জল মুছিয়ে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,

''মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কান্দ কি কারণে জানি
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে চিবুক দক্ষিণ করে
পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥'' (তদেব)

বিষ্ণুপ্রিয়া কোনও কথা বলতে পারলেন না, কেবল অবিরল অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাবিব্রত। এই সরলা বালিকার সর্বতোমুখী ভালোবাসা ও নির্ভরতায় কেমন করে আঘাত করা যায়? প্রিয়াজীর বয়স তখন মাত্র চোদ্দো বছর। তাঁর মনে হল, প্রভু যদি বৃদ্ধা জননী ও প্রিয় ভক্তবৃন্দকে ছেড়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তাহলে মহা অধর্ম হবে, লোকেও নিন্দা করবে। তাই বললেন, ''সন্ন্যাসে স্ত্রীসঙ্গ বর্জনীয়, তাই আমার জন্যই তো তুমি গৃহত্যাগ করতে চাইছ। আমি যদি না থাকি তাহলে তো তোমার বাড়ি ছেড়ে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই''—

''তোমার নিছনি লঞা মরিয়াই বিষ খাঞা
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে।'' (তদেব)

নানা রঙ্গকৌতুকে শ্রীগৌরাঙ্গ তখন বালিকাবধূর দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন—

''বসনে মুছিয়া মুখ করে নানা কৌতুক
মিছা দুখ না ভাবিহ বোলে॥
আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিঞা
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে তোমারে কহিব তবে
এখনে না মর মিছা শোকে॥'' (তদেব)

প্রিয়াজীর মনে হল, শ্রীগৌরাঙ্গের সাদর কৌতুক কেবল বাইরের ব্যাপার, অন্তরে অন্য অভিসন্ধি আছে। সুতরাং তিনি যে তাঁদের ফেলে সত্যি চলে যাবেন না—একথা যখন স্বামীকে শপথ করে বলতে বললেন, তখন নিমাই একটু হেসে উত্তর দিলেন—

''মিছা পতি সুত নারী পিতামাতা যত বলি
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণবহি আর তো কুটুম্ব নাহি
যত দেখ এ মায়া তাহার॥'' (তদেব)

শ্রীগৌরাঙ্গ আরও বললেন, ''তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? যদি যাই-ই তবে অবশ্য বলে যাব। তোমাকে নিয়ে আমি কিছুদিন সুখে সংসার করব। তোমার মতো পত্নী আমি বহুভাগ্যে পেয়েছি।'' বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হল—''ওকথা তুমি কেন বললে? কিছুদিন আমাকে নিয়ে সংসার করবে—এ কেমন কথা! তবে কি তুমি ছল-চাতুরি করছ? স্পষ্ট করে বলো, তোমার মনের প্রকৃত ভাব কী?''

শ্রীগৌরাঙ্গ এবার বড়ো বিপদে পড়লেন। সত্যকথাটি তো এবার বলতেই হবে! শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়াজীকে বললেন, ''প্রিয়তমে, তোমার কাছে আমি কিছুই লুকোব না। এ-জীবনে আমি দুঃখ করতেই এসেছি, দুঃখই আমার নিত্যসঙ্গী। আমি নিজে কেঁদে কেঁদে সারা হলাম, তবু তো জীব কৃষ্ণনাম নিল না! তুমি ও মা কাঁদলে জীবের প্রাণ গলে কি না তা একবার দেখব। তোমার মতো পতিপ্রাণাকে কাঁদিয়ে, পুত্রবৎসলা জননীকে কাঁদিয়ে, প্রিয় ভক্তগণকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে পথে পথে দীনহীন হয়ে জীবের কৃপা ভিক্ষা করলে যদি জীব হরিনাম নেয়! মাকে একথা বলেছি, জীবোদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে উৎসর্গ করে নিজে কাঁদতে রাজি হয়েছেন। তুমি আমার সহধর্মিণী, তুমিও একাজে সহায় হও।''

একথার উত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্বাস দিয়ে বললেন, ''বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার সঙ্গে কেবল আমার বাইরের সম্বন্ধ লোপ হবে। তুমি সর্বদাই আমার অন্তরে বিরাজ করবে।'' একথার পরে পত্নীর মায়া হরণ করে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি দান করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যক্ষ করলেন, স্বামীর পরিবর্তে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির আবির্ভাব—

''আপনে ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।

দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত॥" (তদেব)

ক্ষণকাল পরে তিনি স্বামীকে না দেখে বিষণ্ণ হলেন। শ্রীবিষ্ণুর চরণে পতিত হয়ে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন—"প্রভু তোমার চতুর্ভুজরূপ সংবরণ করো। আমি ঐশ্বর্য চাই না। আমার পতির মধুর রূপ দেখতে চাই।" শ্রীগৌরাঙ্গ দেখলেন, পত্নী তাঁর ঐশ্বর্যে বিমুগ্ধ হলেন না। পরম মাধুর্যে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করে মধুরস্বরে বলতে লাগলেন : "সাধ্বি, তুমি আমার জন্য চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ পর্যন্ত উপেক্ষা করলে। তোমার একনিষ্ঠ প্রেমে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার হৃদয়ে তোমার চিরবাসস্থান জানবে। যখনই তুমি আমার বিরহে কাতর হয়ে অনুরাগের সঙ্গে আমাকে ডাকবে, তখনই আমি তোমাকে দেখা দেব—এ আমি সত্য করে বললাম।"—

"শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই থাকিব তোমার ঠাঁই
এই সত্য কহিলাম দৃঢ়॥" (তদেব)

পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর অভিপ্রায় জেনে ছলছল চোখে বললেন, "তুমি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। প্রভু, তোমার সুখেই আমার সুখ। এ-জন্ম আমি কাঁদতেই এসেছি, যদি এতে তোমার কোনও উপকার হয় তা আমি অবশ্যই করব।" পরমপবিত্র পতিব্রতা বালিকাকে যন্ত্রণার্ত করে চলে যাবেন ভেবে পরমকারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর বেদনায় ভরে যাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবছেন, পতির লোককল্যাণব্রতে বাধা দেবেন না—একথা নিজমুখেই বলেছেন, তা তো আর ফেরানো যায় না! প্রিয়াজীকে আলিঙ্গন করে শ্রীগৌরাঙ্গ বলছেন, "কলিহত জীবের জন্য তুমি যে-স্বার্থত্যাগ করলে তাতে ভক্তবৃন্দ তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। জীবের দুঃখে আমার হৃদয় জর্জরিত। তুমি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে আমার দুঃখভার লাঘব করলে।"

আরও কিছুদিন সংসারে থেকে জননী ও পত্নীর আনন্দবিধান করবেন—দুজনকেই শ্রীগৌরাঙ্গ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতিরক্ষার কোনও ত্রুটিই তিনি করলেন না। অনেকটা সময় তিনি তাঁদের সান্নিধ্যে কাটান। সংসারের প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ রাখেন। নিত্য নানাবিধ কৌতুক, রঙ্গ ও হাস্যপরিহাসে তাঁদের খুশি করেন। ভক্তবৃন্দকে প্রায়ই গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। শচীমাতা বধূর সাহায্যে নানাবিধ ব্যঞ্জন রেঁধে পরমানন্দে তাঁদের খাওয়ান। নিমাইয়ের সেই আকুল ক্রন্দন নেই, নেই প্রেমোন্মাদের উদ্দাম আবেগ। তাঁর সাংসারিক পারিপাট্য দেখে জননী ও গৃহিণীর সুখের সীমা নেই। শচী দেবীর সংসারে আনন্দের হাট বসেছে। সেই আনন্দতরঙ্গে, উচ্ছ্বসিত প্রেমলীলায় সারা নদীয়াবাসী হিল্লোলিত। সবাই ভারি নিশ্চিন্ত। এত সুখের সংসার ছেড়ে কোথায় যাবেন প্রভু!

শ্রীগৌরাঙ্গের সংকল্প ছিল, মাঘমাসের উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গৃহত্যাগ করবেন—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।/ নিশায় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥" (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড) অতি সংগোপনে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাকে, পত্নীকে আনন্দে ভরিয়ে রাখলেন নিমাই। সংক্রান্তির দিন সকালে মাকে বলছেন, "আজ খুব ভালো দিন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ভক্তদের ভালো করে খাওয়াতে হবে।" শচী দেবী মনের আনন্দে রান্না করতে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সবকিছু গুছিয়ে দিতে লাগলেন। সেইদিন পরমভক্ত দরিদ্র শ্রীধর তাঁর গাছের একটি লাউ দিলেন প্রভুকে খাওয়াবার জন্য। আর এক ভক্তও বেশ কিছুটা দুধ এনে দিলেন। নিমাই জানেন, আজই ভক্তদের দেওয়া আহার্য গ্রহণ করতে হবে, আর তো সময় পাওয়া যাবে না! মাকে বললেন, "দুধ, লাউ দুটোই যখন এসেছে তখন দুধ-লাউ রান্না করো।" মধ্যাহ্নে বেশ কিছু অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রসাদ পেলেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ সেই দুধ-লাউ আস্বাদন করলেন। (তদেব)

আহারের পরও সময় নষ্ট না করে ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের আপ্যায়িত করলেন। তারপর গেলেন গঙ্গাতীরে। যে-জায়গাটিতে বসে ছাত্রদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করতেন সেখানেই ছাত্র-ভক্তপরিবৃত হয়ে গঙ্গামাহাত্ম্যকথা, কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতৃমণ্ডলী অনন্যচিত্তে রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত সেই অপূর্ব হরিলীলার আস্বাদনে

বিভোর হয়ে রইলেন। ভক্তমণ্ডলীকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে নিমাই বাড়ি এলেন। মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সাংসারিক কথাবার্তা বললেন। উৎফুল্ল হৃদয়ে শচী দেবী শয়ন করতে গেলে শ্রীগৌরাঙ্গ শয়নকক্ষে এলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা, চন্দন, ফুলের মালা হাতে করে ঘরে প্রবেশ করলেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখে শ্রীগৌরাঙ্গকে বললেন, ''আজ আমি তোমাকে সাজাব।'' শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মতি দিয়ে সহাস্যে বললেন, ''বেশ, তুমি আগে আমাকে সাজাও, তারপর আমি তোমাকে সাজাব। দেখি কার সাজানো ভালো হয়।'' প্রিয়াজী হেসে বললেন, ''ওকথা রাখো। পুরুষ কি নারীকে সাজাতে পারে?'' শ্রীগৌরাঙ্গ আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, ''সে দেখা যাবে।'' প্রিয়াজী মনের সাধে প্রভুকে সাজালেন—

''বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগোর কস্তুরীগন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥''
(চৈতন্যমঙ্গল)

এবার প্রিয়াজীর সাজবার পালা। লজ্জাবিধুর কুণ্ঠিত কিশোরী বধূকে কাছে বসিয়ে প্রথমে তার কবরীবন্ধন করলেন; পরে মালা, চন্দন, কাজলে অপরূপা করে সাজিয়ে নানা অলংকার পরিয়ে দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ—

''তবে মহাপ্রভু সে রসিক চূড়ামণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥...
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভরিলা তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহার অপার॥'' (তদেব)

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—''এবার বলো আমি কেমন সাজিয়েছি?'' প্রিয়াজী বললেন, ''তুমি একজন নারীর চেয়েও নারীর বেশবিন্যাসে বেশি সিদ্ধহস্ত—একথা আগে জানলে আমার সখী কাঞ্চনাকে আর এত কষ্ট দিতাম না। এখন থেকে তুমিই আমার কবরীবন্ধন করে দেবে।'' কত আদরে, সোহাগে শ্রীগৌরাঙ্গ বিদায়ের পাত্রখানি ভরে দিয়ে বালিকাবধূটির কাছে তাঁর অপরাধের ভার লাঘব করতে চেয়েছিলেন, তা লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলেন। রাত্রির শেষযামে শ্রীগৌরাঙ্গ শয্যাত্যাগ করে ঘুমন্ত প্রিয়াজীর মুখখানি একবার গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন। অতি সন্তর্পণে শয়নগৃহ থেকে বেরিয়ে নৈশবস্ত্র পরিত্যাগ করে মনে মনে গৃহদেবতা ও নিদ্রিতা জননীকে প্রণাম করলেন। তারপর জননীস্বরূপা জন্মভূমিকে প্রণিপাত করে দ্রুত গঙ্গাভিমুখে চললেন। মা গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে অগ্রজ বিশ্বরূপকে স্মরণ করে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব সাঁতার কেটে ওপারে পৌঁছাবার জন্য।

''বাহিরে আসিয়া প্রভু দাঁড়ায়ে অঙ্গনে।/ যথাবিধি রাত্রিবাস করেন বর্জনে॥/... বিষ্ণুরে প্রণাম করি শচীর কুমার।/ বাহির হলেন খুলি বাহিরের দ্বার॥/ বাহিরে আসিয়া জন্মভূমিরে মাতায়।/ পরণাম করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥'' (বংশীশিক্ষা, চতুর্থ উল্লাস)

রাত্রির দুদণ্ড বাকি থাকতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হল। শয্যায় শ্রীগৌরাঙ্গকে না দেখে প্রাণ আশঙ্কায় ভরে উঠল। তারপর গৃহদ্বার উন্মুক্ত দেখে বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না। ''জাগিয়া দেখেন সতী নাহি প্রাণনাথ।/ দ্বার উদ্ঘাটন দেখি শিরে হানে হাত॥/... মুঞি অভাগিনী সকল রজনী জাগিল প্রভুরে লৈয়া।/ প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া প্রভু গেল পলাইয়া॥'' (তদেব) আর স্থির থাকতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্বশ্রূমাতাকে ডাকলেন। অসময়ে ডাক শুনে আলুথালু বেশে বাইরে এসে মা নিমাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করতেই—''শচীর বচন শুনি কন বিষ্ণুপ্রিয়া।/ পলাঞেছে তব পুত্র মোদের ত্যজিয়া॥'' (তদেব) শ্রীগৌরাঙ্গ চলে গেছেন—একথা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে শুনে উন্মাদিনীর মতো শচীমাতা প্রদীপ জ্বেলে সর্বত্র নিমাইকে খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে 'নিমাইরে বাপ কোথা গেলিরে'—বলে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে কথাটি নেই, আছে কেবল অশ্রুপাত।

ক্রমে ভোর হল। বিষ্ণুপ্রিয়া মাকে ঘরের ভিতর আসতে বললেন। বহির্দ্বারে শচীমাতা। কেমন করে ঘরে ঢুকবেন? *(ক্রমশ)*